



26865 - রমযানরে কাযা রোযা পালনে এত বলিম্ব করা য়ে, পরবর্তী রমযান শুরু হয় য়ে যায়

---

প্রশ্ন

হায়েরে কারণে আমরিমযানরে কয়কেদনি রোযা থাকতে পারনি। এটা কয়কে বছর ঘটছে। এ পর্যন্ত আমি সেরোযাগুলো পালন করনি। এখন আমার কী করণীয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইমামগণরে সর্বসম্মতক্রমে য়ে ব্যক্তি রমযানরে কিছু রোযা ভেঙেছে পরবর্তী রমযান আসার আগই সেরোযাগুলোর কাযা পালন করা তার উপর ওয়াজবি।

এ অভিমতরে সপক্ষে তারা দলিল দনে আয়শো (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসি তিনি বলেন: "আমার উপর রমযানরে য়ে রোযাগুলো কাযা থাকত সেগুলো শাবান মাসে ছাড়া কাযা পালন করতে পারতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অবস্থানরে কারণে।"

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ):

শাবান মাসে কাযা রোযা শেষে করার তার য়ে আগ্রহ এর থেকে বুঝা যায় য়ে, পরবর্তী রমযান প্রবশে করা পর্যন্ত কাযা রোযা পালনে দরৌ করা জায়যে নয়।[সমাপ্ত]

যদি পরবর্তী রমযান শুরু হয়ই যায় তাহলে দুইটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা:

কোন ওজররে কারণে বলিম্ব করা। য়েমন- যদি অসুস্থ থাকে এবং পরবর্তী রমযান চলে আসা পর্যন্ত অসুস্থতা অব্যাহত থাকে; সেক্ষেত্রে বলিম্বরে কারণে তার গুনাহ হবে না। য়েহেতু সে ওজরগ্রস্ত। তাকে শুধু কাযা পালন করতে হবে। সে য়ে দনিগুলোর রোযা ভেঙেছে সে দনিগুলোর কাযা পালন করবে।

দ্বিতীয় অবস্থা:

কোন ওজর ছাড়া কাযা পালন বালিম্ব করা। উদাহরণতঃ তার কাযা পালন করার সুযোগ ছিল; কনিতু সতে পালন করেনি। এর মধ্যে পরবর্তী রমযান এসে গেছে। এ ব্যক্তি ওজর ছাড়া কাযা পালন বালিম্ব করার কারণে গুনাহগার হবে। সকল ইমাম একমত যে, তার উপর কাযা পালন করা ওয়াজবি। কনিতু, কাযা পালনের সাথে প্রতদিনের বদলে একজন করে তাকে মসকীন খাওয়াতে হবে কনি- এ বিষয়ে তারা মতভেদে করছেন।

ইমাম শাফয়ি, মালকে ও আহমাদরে মতে, তার উপর খাওয়ানো ওয়াজবি। তারা কোন কোন সাহাবী থেকে যে অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে; যমেন আবু হুরায়রা (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সেটো দিয়ে দলিল দেন।

আর ইমাম আবু হানফা (রহঃ) এর অভিমত হচ্ছে- কাযা পালন করার সাথে খাবার খাওয়াতে হবে না।

তনি দলিল দেন যে, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা ভঙ্গ করেছে আল্লাহ তাকে শুধু কাযা পালন করার নর্দিশে দিয়েছেন; খাবার খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

দখুন: আল-মাজমু (৬/৩৬৬), আল-মুগনি (৪/৪০০)

ইমাম বুখারী দ্বিতীয় অভিমতটি পছন্দ করছেন। তিনি তাঁর সহিহ কতিব বলে: ইব্রাহিম নাখায়ি বলেছেন: যদি অবহলো করে এবং পরবর্তী রমযান এসে যায় তাহলে সে দুই রোযাই রাখবে। তিনি খাবার খাওয়ানোকে তার উপর আবশ্যক মনে করতেন না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মুরসাল সনদে এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করা হয় যে, তারা খাওয়ানোর অভিমত পোষণ করতেন। এরপর ইমাম বুখারী বলেন: আল্লাহ খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করেননি। তিনি উল্লেখ করছেন: “অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।” [সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) ‘খাওয়ানো ওয়াজবি নয়’ এ অভিমতটি সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন: যদি সাহাবীদের মতামত কুরআনের বাহ্যিক ভাবে বিপরীত হয় তাহলে সেটাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি আছে। এ মাসয়ালাতে খাওয়ানোটাকে আবশ্যক করা কুরআনের বাহ্যিক ভাবে বিপরীত। কেননা আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র অন্য দিনগুলোতে কাযা পালন করা আবশ্যক করছেন। এর চয়ে বেশি কিছু আবশ্যক করেননি। অতএব, আমরা আল্লাহর বান্দাদের উপর এমন কিছু আবশ্যক করতে পারি না যা আল্লাহ তাদের উপর আবশ্যক করেননি; এমন কোন দলিল ছাড়া যে দলিলে মাধ্যমে ব্যক্তির দায় মুক্ত হতে পারে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে যে অভিমত বর্ণিত হয়েছে সেটো পালন করাকে মুস্তাহাব হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; ওয়াজবি হিসেবে নয়।

অতএব, এ মাসয়ালায় সঠিক অভিমত হচ্ছে- আমরা তাকে রোযা রাখার চয়ে বেশি কোন দায়িত্ব দিই না। তবে, বালিম্ব করার কারণে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে। [সমাপ্ত]



এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, এক্ষেত্রে ওয়াজবি হল: কাযা পালন করা। তবে, সতর্কতামূলক কডে যদি প্রতিদিনের বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ায় তাহলে সেটো ভাল।

প্রশ্নকারী বোনের কর্তব্য হল: যদি তিনি কোন ওজর ছাড়া কাযা রোযা পালনে বলিষ্ব করে থাকেন তাহলে তিনি আল্লাহর কাছে তওবা করবেন। ভবিষ্যতে এ ধরণে গুনাহ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নবিনে।

আমরা শুধু আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করতে পারি তিনি যেন আমাদেরকে তার প্রিয় ও সন্তুষ্টমূলক আমল করার তাওফিক দেন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।